‘ছদ্মবেশী’ যখন নাটক

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: উত্তমকুমারে জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর অভিনীত জনপ্রিয় ‘ছদ্মবেশী’র কাহিনি নাটক হিসেবে প্রযোজনা করল ‘সল্টলেক দেখাশোনা’ নাট্য গোষ্ঠী। মূল কাহিনীর নাট্যরূপ, সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হীরকশুভ্র চট্টোপাধ্যায় । টানটান সরস নাট্যরূপের কারণে ও শিল্পীদের অভিনয়গুণে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মধ্যে মুহুর্মুহু হাস্যরোল উঠতে থাকে । ছায়াছবিতে ব্যবহৃত গানগুলি এখানেও যুক্ত করার ফলে দর্শকেরা পুরনো স্বাদ ফিরে পেলেন । অভিনেতাদের মধ্যে অবনীশের ভূমিকায় অভিষেক বড়ুয়া, লাবণ্যের ভুমিকায় মিতা মজুমদার, সুলেখার ভূমিকায় ধৃতিষা বসু, জগধরের ভুমিকায় দেবাশিষ ব্রম্হ যেন বই এর পাতা থেকে উঠে আসা এক একটি চরিত্র । অন্যান্য চরিত্রে সুশান্ত গুপ্ত, সমর সেনগুপ্ত, সুতপা দাস, প্রদীপ দাসের অভিনয় প্রশংসাযোগ্য । আবহের দায়িত্বে ছিলেন শান্তি সরকার । আয়োজকদের এই উদ্যোগকে সকল দর্শক সাধুবাদ জানান। নাটকটি মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে। উদ্বোধনী সঙ্গীতে ছিলেন সুপ্তি চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সমর সেনগুপ্ত। আর এই নাট্যদলের পরিচালক হীরকশুভ্র চট্টোপাধ্যায় মহানায়কের কালজয়ী সংলাপের কিছু কিছু অংশ অভিনয় করে শোনালেন দর্শক–শ্রোতাদের।

দীপ জ্বেলে ওই তারা

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: সম্প্রতি সঙ্গীত–কিংবদন্তি আশা ভোসলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেয়ার অফ ক্যালকাটা–র আয়োজনে সল্টলেকের রবীন্দ্র–ওকাকুরা ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত সন্ধ্যা। ‘দীপ জ্বেলে ওই তারা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট, শম্পা কুণ্ডু, স্বাক্ষর বসু, দেবারতি দাশগুপ্ত সরকার, বৃষ্টিলেখা নন্দিনী, গৌরব সরকার প্রমুখ।

ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন...

মনোজ মিত্রের চিরস্মরণীয় স্যাটায়ার ‘নরক গুলজার’ আবার মঞ্চে এনে গুরুপ্রণাম জানাল ‘সুন্দরম’। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষ পরিচালনায় পাঁচ দশক পেরিয়েও বড্ড জীবন্ত হয়ে উঠল এই নাটক।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নরক যে সত্যিই গুলজার, একথা জানতেন বাংলার কিংবদন্তি নাটককার মনোজ মিত্র। সত্তরের দশকে যখন জরুরি অবস্থা নেমে এসেছিল দেশে, তখন তিনি লিখেছিলেন স্যাটায়ারধর্মী এক তীক্ষ্ণ নাটক ‘নরক গুলজার’। সেই নাটক থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় এবং বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। মনোজ মিত্র প্রয়াত, কিন্তু তিনি যে প্রবল ভাবে জীবিত, সেকথা আরেকবার প্রমাণ করল তাঁর তৈরি দল ‘সুন্দরম’, আবার নতুন করে ‘নরক গুলজার’কে মঞ্চে এনে।

এ নাটকে নরক, থুড়ি, দেবলোক উন্মোচিত হয় প্রবল দুর্নীতি, লোভ, শাসকের হাস্যকর আচরণে। ব্রহ্মা, নারদ, যম, চিত্রগুপ্ত— একেকজন অদ্ভুতুড়ে চরিত্র হয়ে হাজির। যমলোকে এসে পৌঁছোয় পৃথিবীতে দারিদ্র এবং অবিচারে ক্ষতবিক্ষত মানিকচাঁদ। হাজির তার বৌ ফুল্লরাও। যমে–মানুষে, মানে, স্বর্গে–মর্ত্যে এক প্রবল টানাটানি শুরু হয়। দাবি ওঠে পুনর্জন্মের। প্রবল ফ্যাসাদে পড়ে যায় ব্রহ্মা–রা। রাজনৈতিক স্যাটায়ারের এক চিরকালীন দৃষ্টান্ত এই ‘নরক গুলজার’। নতুন প্রযোজনার পরিচালক বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাট্যগুরু অশোক মুখোপাধ্যায়ের থিয়েটার ওয়ার্কশপ–ই ছিল ৫০ বছর আগে এই নাটকের প্রযোজক। সেই নাটক বিপ্লব দেখেননি। কিন্তু নাট্যগুরুকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে নতুন ভাবে, নতুন ভাবনায় এই প্রযোজনাকে মঞ্চে আনলেন বিপ্লব। তিনি মনে করেন, এই নাটক চিরকালীন। তাই মনোজ মিত্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে আনলেন ‘নরক গুলজার’কে। এবং আজকের সময়কে মনে করে, টুকটাক নতুন সংলাপের সংযোজনও ঘটিয়েছেন বিপ্লব, যা আজকের দর্শক–শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত করতালি এই নাটকের প্রাণস্পন্দন বাড়িয়েছে।

অভিনয়ে মাত করে দিয়েছেন ব্রহ্মার চরিত্রে রজত গঙ্গোপাধ্যায়, নারদের চরিত্রে গৌতম হালদার। জমিয়ে গানও গেয়েছেন গৌতম। ‘যম’ বাঁশরীমোহন জানা, ‘ঘোড়ুই’ সুব্রত চৌধুরি, ‘চিত্রগুপ্ত’ প্রিয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পান্নালাল’ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কম যাননি একটুও। ফুল্লরার ভূমিকায় অর্পিতা চক্রবর্তীও মনে রাখার মতো। টিমওয়ার্ক এই নাটকের সম্পদ। সুরজিৎ ঘোষ, অঙ্কন চৌধুরি, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ চক্রবর্তী–সহ সব কুশীলবই নাটককে গতিময় করেছেন।

এবং মানিকচাঁদের ভূমিকায় দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত খুব জীবন্ত অভিনয় করেছেন। দেবপ্রতিম এই নাটকের মাধ্যমে পিতৃতর্পণও করলেন। কারণ, এই নাটকের সঙ্গীত ছিল তাঁর বাবা প্রয়াত দেবাশিস দাশগুপ্তের। ৫০ বছর পেরিয়ে, আজও এই নাটকের গান স্মরণীয় হয়ে আছে। ‘নরক গুলজার’ বললেই মনে পড়ে যায় সেই অসাধারণ গান— ‘কথা বোলো না, কেউ শব্দ কোরো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন গোলযোগ সইতে পারেন না’।

এ নাটকের মঞ্চভাবনায় বিলু দত্তের সৃজনশীলতা স্পষ্ট। সৌমেন চক্রবর্তীর আলো, শেখ ইসরাফিলের রূপসজ্জা, সঙ্গীতা পালের পোশাক এ নাটকের সম্পদ।

সব মিলিয়ে, গুরু মনোজ মিত্রকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানাল ‘সুন্দরম’। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দক্ষ পরিচালনায় জীবন্ত করে তুললেন ‘নরক গুলজার’কে। পাঁচ দশক পেরিয়েও তাই অম্লান এ নাটকের গান, যা নরক গুলজারের ধ্রুবপদ— ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।

নজরুল বন্দনা

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: এই সময়ের বাংলা গানের একজন গায়ক–সুরকারই নন, সৌম্য বসু একজন সফল সঙ্গীত প্রশিক্ষকও। তাঁরই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ‘সৌম্য’স অ্যাকাডেমির অষ্টম বার্ষিক সঙ্গীতসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল পি সি চন্দ্র গার্ডেনের টিউলিপ হলে। সঙ্গীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা ও ইন্দ্রাণী সেনকে সম্মানিত করা হল। উপস্থিত ছিলেন অরিত্র দাশগুপ্ত, দেবজিৎ দত্ত, শুভেন চ্যাটার্জি, অঙ্কন প্রমুখ। এবারের অনুষ্ঠান সাজানো ছিল কাজী নজরুল ইসলামের গানে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল গত বছরের বিভাগীয় প্রথম স্থানাধিকারী ছয়জন কৃতী শিক্ষার্থীর একক সঙ্গীত পরিবেশনা। রিন্টু, সুদেষ্ণা, স্নেহা, অনুষ্কা, সৃজন ও সঞ্চারীদের পরিবেশনা প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান ‘রাগে অনুরাগে কবি নজরুল’। নজরুলগীতিতে কীভাবে রাগের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য প্রবাহিত হয়েছে, তা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে তুলে ধরেন সৌম্য বসু ও তাঁর কন্যা অস্মি বসু এবং সরোদে পণ্ডিত রাজীব চক্রবর্তী। গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় সুজয় নীল। অনুষ্ঠানের শুরু সৌম্য বসু ও অস্মি বসুর যুগলকণ্ঠে ভক্তিমূলক নজরুলগীতি ‘মম মধুর মিনতি শুনো ঘনশ্যাম’ দিয়ে। অস্মি বসুর কণ্ঠে ‘মনে পড়ে আজ’ এবং ‘শ্যামা–তন্বী আমি’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌম্য বসুর পরিবেশনায় ‘আমার গহীন জলের নদী’, ‘নহে নহে প্রিয়’, এবং ভৈরবী রাগের ওপর নির্মিত তিনটি গান অনুষ্ঠানে রেশ রেখে যায়। সঞ্চালনায় সুনন্দা দেবনাথ। অনুষ্ঠানের ভাবনা, সঙ্গীত আয়োজন এবং উপস্থাপনায় সংস্থার কর্ণধার সৌম্য বসু।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স সম্মান জানাল বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্রকে, শিল্পীর সঙ্গীত পরিচালক জীবনের তিন দশক পূর্তিকে উদ্‌যাপন করতে, রবীন্দ্র সদনে। উপস্থিত ছিলেন শ্রীকান্ত আচার্য, জয়তী চক্রবর্তী ও শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স–এর কর্ণধার অর্পিতা সাহা।

পাংজাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট – উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮–এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৪। ফোন: ০৩৩ ২৫৮৪ ৪১৬৯; ই–মেল: con24sam@pnb.bank.in

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি ই–নিলাম বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ গঠনমূলক– প্রতিটি সম্পত্তির পাশে দখলের ধরন উল্লেখ করা আছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**–এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে নীচে লেখা তারিখে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিক্রি **(https://baanknet.com)** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই–বিক্রয়ের এই পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে: https://baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিক/ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য:
নির্মল ঝা, মোবাইল: ৯৫৩৪২৮৪৩৯৬ এবং শ্রী মণীশ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮৬৪৭৮৮, ই–মেল: cs8291@pnb.bank.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম গ) প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির অবস্থান এবং বিবরণ	১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে বকেয়া পুনরুদ্ধারে সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড গুণক (লক্ষ টাকায়)	ক) ই–নিলামের তারিখ ও সময় খ) সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্কের জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১.	ক) ১. মেসার্স বর্ণালি ভদ্র ২. মিঃ উত্তম ভদ্র (জামিনদার) পিতা মহেন্দ্র কুমার ভদ্র খ) ব্যারাকপুর শাখা গ) PUNBABA4FD28828435	নিম্নোক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বা ১৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকানঘরের (শপ রুম নং ৩) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নোনা, ব্যারাকপুর পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ৩(৩), জে এল নং ৩, রে সা নং ১৬, তৌজি নং ১০৭, ১০৮, ১৮২, ৩৪০ ও ৩০৮৩, আর এস দাগ নং ৪৭৯ ও ৪৮১, এল আর দাগ নং ১৪৭০, আর এস খতিয়ান নং ৮১৮ ও ৪৫৯, এল আর খতিয়ান (নিজ) নং ১৪৭০, টিটাগড় থানার অধিক্ষেত্রাধীন। বই নং I, ভলিউম নং ১৫০৫–২০১৭, পৃষ্ঠা নং ১৯২৬৮ থেকে ১৯২৮৭–তে নথিভুক্ত ২০১৭ সালের দলিল নং I–১৫০৫০০৯৪৫ অনুযায়ী দোকানঘরটি শপ নং ৩ রূপে চিহ্নিত। তালিকাভুক্ত মূল্যায়নকারীর মূল্যায়ন অনুসারে **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– আকাশের দিকে উন্মুক্ত ও যৌথ চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ– আকাশের দিকে উন্মুক্ত; পূর্ব– অন্য দোকান; পশ্চিম– গোডাউন। **দোকানের মালিকানা উত্তম ভদ্রের নামে।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৪,৩১,৭০৪.৩২ + ০১.১০.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচাপাতি	ক) ₹১৩.৭০ লক্ষ খ) ₹১.৩৭ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) এসএ/২৫৪/২০২৬, ডিআরটি–II, কলকাতা
২.	ক) বিশ্বজিৎ রায় গোস্বামী, প্রয়াত হওয়ায় আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে: ১. রীতা রায় গোস্বামী (সহ–ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত বিশ্বজিৎ রায় গোস্বামীর আইনি উত্তরাধিকারিণী রূপে), স্বামী– বিশ্বজিৎ রায় গোস্বামী ২. বিক্রমজিৎ রায় গোস্বামী (আইনি উত্তরাধিকারী, নাবালক হওয়ায় প্রতিনিধিত্বকারিণী প্রাকৃতিক অভিভাবক রীতা রায় গোস্বামী) খ) নিউ ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ গ) PUNBABA40390246	বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে (ফার্স্ট ফ্লোর) টাইলের মেঝে দেওয়া এবং একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ওপেন কিচেন ও একটি সংলগ্ন টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ২৬০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া (সামান্য কমবেশি ৩২৪ বর্গফুটের সমতুল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪৫–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **ফ্ল্যাট নং ৪৫–এর চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর ফ্ল্যাট নং ৪৬; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ৪৪; পূর্ব– ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম– লবি (সিঁড়ি ও লিফ্‌টের দিকে যাওয়ার জন্য)। বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে (ফার্স্ট ফ্লোর) টাইলের মেঝে দেওয়া এবং একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ওপেন কিচেন ও একটি সংলগ্ন টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ২৬০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া (সামান্য কমবেশি ৩২৪ বর্গফুটের সমতুল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪৬–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **ফ্ল্যাট নং ৪৬–এর চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ফাঁকা জায়গা; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ৪৫; পূর্ব– ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম– লিফ্‌ট ও লবি। ৪৫ ও ৪৬ নম্বরযুক্ত দুটো ফ্ল্যাট, লিফ্‌টের সুবিধা এবং এগুলি সম্পর্কিত যৌথ এলাকা, যৌথ সিঁড়ি ও যৌথ সুযোগ–সুবিধা সমেত উক্ত প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, যেগুলি দলিল সংলগ্ন ম্যাপে বর্ণিত, চিহ্নিত ও লাল দিয়ে ঘেরা, বিল্ডিংটি জি+২ তলবিশিষ্ট, ব্লক এ–১, ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্সের (টাউনশিপ) মধ্যে নির্মিত, এটি ৫১ ডেসিমেল মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত, জমির আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৭২, আর এস খতিয়ান নং ২, এল আর খতিয়ান নং ১০৬, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৯, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫ ও ৯৯৮, মৌজা– মোল্লাপাড়া, জে এল নং ৭৬, রে সা নং ১১, তৌজি নং ১৪৬, এডিএসআরও– বারাসত, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ১১৬, মোল্লাপাড়া রোড, থানা– মধ্যমগ্রাম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১২৫, ডিএসআর–III, উত্তর ২৪ পরগনায় বই নং ১, ভলিউম নং ১৫২৫–২০১৯, পৃষ্ঠা নং ৩৩১২৩২ থেকে ৩৩১২৯০–তে রেজিস্টার্ড ২০১৯ সালের কনভেয়ান্স দলিল নং ১৫২৫১১৭৮৮ অনুযায়ী। উক্ত জমিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– পুরসভার ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– দাগ নং ১৭২–এর অংশ (গৌরব দত্ত ও অন্যদের জমি); পূর্ব– ২১ ফুট চওড়া মোল্লাপাড়া রোড; পশ্চিম– ড্রিমজ ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস–এর পুরনো বিল্ডিং। **সম্পত্তিটি (১) বিশ্বজিৎ রায় গোস্বামী (প্রয়াত) এবং (২) রীতা রায় গোস্বামী–এর নামে।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৯,১১,৯৫৭.০০ + ০১.০৭.২০২৪ থেকে উদ্ভূত সুদ	ক) ₹৯.০০ লক্ষ খ) ₹০.৯০ লক্ষ গ) ০.১০ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে টিএসএ/৩৭/২০২৬ মীমাংসাধীন
৩.	ক) ১. মেসার্স মৌসুমী এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: মহঃ রফিকউদ্দিন, পিতা– মহিউদ্দিন ২. মহঃ মেসবাহউদ্দিন, পিতা– মহিউদ্দিন খ) দেগঙ্গা ব্রাঞ্চ গ) PUNBABA40367636	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৯ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং দাগ নং ৯০১, জে এল নং ১৫০, এল আর খতিয়ান নং ৬৫০/১, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৯০১, গ্রাম ও মৌজা– বৈদ্যপুর, পোঃঅঃ– বৌদ্যপুর, থানা– শাসন, ফালতি–বেলিঘাঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা– বৈদ্যপুর, পিন–৭৪৩৪২৩, এডিএসআর– বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড ২০০১ সালের দান দলিল নং ৪৩৫৪ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী যৌথরূপে মহঃ রফিকউদ্দিন ও মহঃ মেসবাহউদ্দিন। সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: (১) মহঃ রফিকউদ্দিন ও (২) মহঃ মেসবাহউদ্দিন।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১০,১২,৫৮০.১৬ + ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ	ক) ₹২৫.১০ লক্ষ খ) ₹২.৫১ লক্ষ গ) ₹০.৩০ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে টিএসএ/৭০৪/২০২৬ মীমাংসাধীন
৪.	ক) শ্রী মৃণাল কুমার মণ্ডল পিতা– সুরেন মণ্ডল খ) মিনাখাঁ শাখা গ) PUNBABA40474121	নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বালিগাটি, জে এল নং ৩০, খতিয়ান হাল এল আর ১৬৮৩, মিনাখাঁ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জমির পরিমাপ ৫৮ ডেসিমেল যার মধ্যে ৮ ডেসিমেল বাস্তু জমিতে রূপান্তরিত, পরচা অনুযায়ী, খতিয়ান এল আর নং ২২০৫, এল আর প্লট নং ৪৪০, এডিএসআর– দেগঙ্গা–তে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১১০৪ থেকে ১১১৩–তে রেজিস্টার্ড ২০০৯ সালের দলিল নং I–২১৮৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মৃণাল কুমার মণ্ডল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– জুম্মান মোল্লার সম্পত্তি; দক্ষিণ– সুধন্য মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– কাঁচা রাস্তা; পশ্চিম– প্রবোধ মণ্ডলের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৮,২৩,৮৬৫.০০ + ০১.০২.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১২.০০ লক্ষ খ) ₹১.২০ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	ক) নারায়ণ সাহা পিতা– মাখন লাল সাহা খ) মধ্যমগ্রাম শাখা গ) PUNB1E660221124	উপরিনির্মিত প্রস্তাবিত আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল জমির প্লটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দাড়িগোবিন্দপুর, জে এল নং ৫২, এল আর দাগ নং ৪০৯, এল আর খতিয়ান নং (বিক্রেতা) ৭৫৩, যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– যদুরহাটি। ডিএসআর–II, উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ১৫০২–২০২৩, পৃষ্ঠা নং ২১৮০৯৮ থেকে ২১৮১১৮–তে রেজিস্টার্ড ৩০.১০.২০২৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–০৭৮৯৮/২০২৩ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: নারায়ণ সাহা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ড্রেন এবং সহিদুল ইসলামের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– পিডব্লিউডি–র ২২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– আবদুল খালেকের সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]**	₹১৪,৩০,৩০৮.৬১ + ৩১.০৫.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১০.৮০ লক্ষ খ) ₹১.০৮ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	ক) ১. মেসার্স প্রতাপ এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: প্রতাপ অধিকারী পিতা– শঙ্কর অধিকারী গ্রাম– পিরোজপুর, পোঃঅঃ ও থানা– পেট্রাপোল, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪০৫ ২. অভিজিৎ অধিকারী, পিতা– শঙ্কর অধিকারী খ) পেট্রাপোল শাখা গ) PUNBABA40378143	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১০.৫০ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পিরোজপুর, জে এল নং ১১৩, এল আর খতিয়ান নং ৩৫/১, নতুন নিজ খতিয়ান নং ২৪৮, ২৪৯ **(মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুসারে যথাক্রমে প্রতাপ অধিকারী ও অভিজিৎ অধিকারীর স্বত্বাধীন)**, সাবেক দাগ নং ৪০, নতুন এল আর দাগ নং ৭৯, ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এডিএসআর– বনগাঁ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও– বনগাঁ–তে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৩৯৬২ থেকে ৩৯৭৩–তে নথিভুক্ত ২০১০ সালের দান দলিল নং I–০৭৯৪০ অনুসারে **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী যৌথরূপে (১) অভিজিৎ অধিকারী ও (২) প্রতাপ অধিকারী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সরকারি জমি; দক্ষিণ– সরকারি জমি; পূর্ব– সরকারি জমি; পশ্চিম– বাসুদেব অধিকারীর সম্পত্তি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১০,৩০,০৫৭.৯৮ + ০১.০১.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচাপাতি	ক) ₹১৩.৫০ লক্ষ খ) ₹১.৩৫ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	ক) মেসার্স রাকিব এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: শাহজাহান ইসলাম, পিতা– মহম্মদ আলি জামিনদার: তহমিনা বেগম, স্বামী– মিঃ শাহজাহান ইসলাম খ) বাগজোলা শাখা গ) PUNBABA40426566	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: পরগনা– কাছুলিয়া, মৌজা– হায়দরপুর, জে এল নং ৩৮, রে সা নং ১৭৭, তৌজি নং ৩০৪০, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৯ ও ১০১৬, এল আর খতিয়ান নং ২০২, ৫৮৫, ৮৫৪, ৯৮৪, ৫২৬, নতুন নিজ এল আর খতিয়ান নং ১৮৪৪ (বাংলার ভূমি অনুযায়ী), আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৮২৪, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দানদলিল অনুযায়ী জমির পরিমাপ ১০.৩৯ শতক এবং মিউটেশন ও বাংলারভূমি অনুযায়ীও জমির পরিমাপ একই দাগ ও খতিয়ানে ১৫ শতক, বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা এবং এডিএসআর– বাদুড়িয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ডিএসআর–২, উত্তর ২৪ পরগনায় বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৮২১ থেকে ৩৮৩৫–তে রেজিস্টার্ড ২০১৪ সালের দান দলিল নং ০০২৫১/২০১৪ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শাহজাহান ইসলাম।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১০,৭৫,২২৭.৫৮ + ০১.১২.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹২০.৫০ লক্ষ খ) ₹২.০৫ লক্ষ গ) ₹০.২৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে ডিওয়াই/৫৩৩৯/২০২৬ মীমাংসাধীন
৮.	ক) ১. মেসার্স রয়্যাল এন্টারপ্রাইজ মার্চেন্ট এক্সপোর্টার প্রোপ্রাইটর: শরিফুল মোল্লা ২. শরিফুল মোল্লা, পিতা– সুবিদ আলি মোল্লা খ) মিনাখাঁ শাখা গ) PUNB4Z355115160	উপরিস্থিত আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৮ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি ০৪ কাঠা ১৩ ছটাক ১৯ বর্গফুটের সমতুল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– মাঠবাড়ি আবাদ, জে এল নং ১, পরগনা– সুন্দরবন, আর এস দাগ নং ৩০০, বর্তমান এল আর দাগ নং ৮৮৯, এল আর খতিয়ান নং ১৯০, বয়েরমারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– সন্দেশখালি, এডিএসআর– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও– বসিরহাটে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫১২ থেকে ৫২৪–তে ০৪.০৩.২০১৪ তারিখে নথিভুক্ত ২০১৪ সালের দান দলিল নং ০১৪২১ অনুসারে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– পুকুর; দক্ষিণ– বাজারের ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– কাশে মোল্লা হকের সম্পত্তি; পশ্চিম– সুজা উদ্দিনের সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শরিফুল ইসলাম মোল্লা।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৬,৫৪,৯৮৪.০০ + ০১.০৪.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ	ক) ₹১৮.০০ লক্ষ খ) ₹১.৮০ লক্ষ গ) ₹০.২০ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–III, কলকাতা সমীপে এসএ/৫৮৪/২০২১ মীমাংসাধীন
৯.	ক) ১. সাহারা খাতুন, পিতা– আরশাদ আলি সর্দার মেসার্স এস জে গারমেন্টসের প্রোপ্রাইটর ২. শ্রীমতী জাহানারা বিবি (জামিনদার) খ) হাড়োয়া শাখা গ) PUNBABA0U4621308501	এডিএসআর– দেগঙ্গা সমীপে রেজিস্টার্ড ২০১২ সালের দলিল নং ০১০৭৫ অনুযায়ী সামান্য কমবেশি ৬.০ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চৌহাটা, জে এল নং ২, দাগ নং– এল আর ২৫৬২, খতিয়ান নং– এল আর ২০৬৪, তৌজি নং ২৩, থানা– হাড়োয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর– দেগঙ্গা। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– জামালউদ্দিন ও অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণ– আলাউদ্দিন ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– সহিদুল সরকারের সম্পত্তি; পশ্চিম– নজরুল সর্দারের সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী: শ্রীমতী জাহানারা বিবি, স্বামী– আরশাদ আলি সর্দার।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹২,০৩,১৩৩.৫০ + ০১.১০.২০১৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচাপাতি	ক) ₹৫.৫১ লক্ষ খ) ₹০.৫৫১ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই
১০.	ক) মেসার্স সংযোগ প্রোপ্রাইটর: সঞ্জীব ঘোষ খ) হৃদয়পুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা গ) PUNBABA7C161065443	বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত ও/বা সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ বা স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ ও পশ্চিম অভিমুখী সামান্য কমবেশি ১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট শপ রুম নং ৫–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশ বিশেষে প্লট/ দাগ নং ৫৯০৮ ও ৫৯০৯, সি এস খতিয়ান নং ১৫৯৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৪১৩, মৌজা– আড়িয়াদহ, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, কামারহাটি পুরসভার ১৩ নং (পুরনো) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ১ (পুরনো), নতুন এফ/৭০, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৭/৭০/২, কুমুদ ঘোষাল রোড, কামারহাটি নিজ গ্রাম, আড়িয়াদহ, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫৭। এআরএ–II, কলকাতা সমীপে বই নং ১, ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ১৪৩০ থেকে ১৪৫৯–তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের বিক্রয় দলিল নং ০৬৩৮৬ অনুযায়ী সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– কে পি শর্মার জমি; পশ্চিম– পুরসভার ড্রেন, তার পরে কুমুদ ঘোষাল রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সঞ্জীব ঘোষ। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৯,৪১,৮৩৩.০০ + ০১.০৬.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹৭.২০ লক্ষ খ) ₹০.৭২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ/৮৯৮/২০২২ মীমাংসাধীন
১১.	ক) ১. মিঃ শেখ নুর আখতার আলি প্রযত্নে– শেখ নুর মহম্মদ আলি ২. মিসেস নুরজাহান বিবি প্রযত্নে– শেখ নুর মহম্মদ আলি খ) আমডাঙা শাখা গ) PUNB4C758727069	এল আর দাগ নং ১৩৮৪ সংবলিত ৪ ডেসিমেল ভিটা জমি এবং এল আর দাগ নং ১৩৮৪/১৪৭০ সংবলিত ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমির সমবন্ধক, তৎসহ এর উপরিস্থিত বাড়ি যার অবস্থান: মৌজা– খাড়ু, এল আর দাগ নং ১৩৮৪, ১৩৮৪/১৪৭০, এল আর খতিয়ান নং ৫৮৬, হাল নিজ খতিয়ান নং ২২৭১, জে এল নং ২৭, সাধনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– আমডাঙ্গা, ডিএসআর–I, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনায় বই নং ১, ভলিউম নং ১৫০১–২০২২, পৃষ্ঠা নং ১৯১৬৬৬ থেকে ১৮১৬৮৮–তে নথিভুক্ত ২০০২ সালের দলিল নং ১৫০১০৩৬৩০ অনুসারে **সম্পত্তির মালিকানা শেখ নুর আখতার আলি–র নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– তোজাফেল মণ্ডলের ১৩৮৩ নং দাগের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১৩৮৪ নং দাগের যৌথ পরিসর; পূর্ব– ১৩৮২ নং দাগে রাস্তা; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১৯,৪৯,৫১২.০৪ + ৩০.০৩.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹২৩.৪০ লক্ষ খ) ₹২.৩৪ লক্ষ গ) ₹০.২৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ/৫৮৪৫/২০২৬ মীমাংসাধীন
১২.	ক) ১. মেসার্স উত্তম ইলেকট্রিক প্রোপ্রাইটর: মিঃ উত্তম দাস, পিতা– খোকন চন্দ্র দাস ২. খোকন চন্দ্র দাস খ) পানিহাটি শাখা গ) PUNBABA40393248	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৩২৫ বর্গফুট বা ১ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পানিহাটি, জে এল নং ১০, রে সা নং ৩২, তৌজি নং ১৭২ ও ১৭৯, আর এস খতিয়ান নং ১৩৭২, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ৮৯৭, নতুন খতিয়ান নং ২৪১১ (০১.০৮.২০১৪ তারিখের মেমো নং এম–১/১১৪২/বিএলআরও/বিকেপি–২/সোদপুর সংবলিত মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুসারে), দাগ নং ১১১৫/১৬৯৯, দলিলে লট নং ‘বি’ রূপে চিহ্নিত, হোল্ডিং নং ২৬১, নতুন হোল্ডিং নং ৩০৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পানিহাটি পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড, থানা– খড়দহ, এডিএসআর– ব্যারাকপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআরও– ব্যারাকপুরে বই নং I, ভলিউম নং ১১০, পৃষ্ঠা নং ১১ থেকে ১৬–তে নথিভুক্ত ২০০৭ সালের দান দলিল নং ৪১৭১ অনুযায়ী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– মঙ্গলা সাহার সম্পত্তি; দক্ষিণ– লট ‘এফ’ সংবলিত সম্পত্তি; পূর্ব– লট ‘সি’ সংবলিত সম্পত্তি; পশ্চিম– লট ‘এ’ সংবলিত সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী খোকন দাস। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹১০,৭১,০৬৮.০০ তৎসহ ০১.১০.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৩.৬০ লক্ষ খ) ₹১.৩৬ লক্ষ গ) ₹০.১৫ লক্ষ	ক) ১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. এই বিক্রি **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. সম্পত্তির ওপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়ার দায় ব্যাঙ্ক নেবে না। যে কোনও ধরনের কর প্রদানের দায় কেবলমাত্র ক্রেতার ওপরেই বর্তাবে।

তারিখ: ০১.০৭.২০২৬
স্থান: বারাসত

স্বাঃ– নির্মল ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক